কর্ম্মভার।

অবহেলি মাগো! আদেশ তোমার, করিনি জননী! করিনি কাজ
বেদনা-মলিন মূরতি তোমার আনেনি করুণা হৃদয়-মাঝ।
তোমার সজল নয়ন জননী! আমার পরাণে দেয়নি ব্যথা,
মঙ্গল তোমার আহ্বানে জননী! অলস নয়ন খুলেনি পাতা।
লইনি জননী! লইনি জীবনে, কখন তোমার করম-ভার
মিছা মোরে তুমি ধরেছ গরভে মিছা মা! তোমার নয়ন-ধার।

দুঃখের সাগরে ডুবিয়া জননী! কাটাইলে তুমি জনম গো,
আমারই লাগিয়া তোমার এ দুঃখ তবু কেন প্রাণ কাঁদেনা গো;
আমার লাগিয়া সহিয়া যাতনা মাসে মাসে মোরে করিছ দান,
তোমার যাতনা জাগেনা পরাণে তোমার দানের রাখিনা মান।
লইনি জননী! লইনি জীবনে, কখন তোমার করম-ভার,
মিছা মোরে তুমি ধরেছ গরভে মিছা মা! তোমার নয়ন-ধার।

অযথা অন্যায় করিবনা ব্যয় তোমার বেদনো-মাখান কড়ি,
বৃথায় বসিয়া কাটাবনা কাল তোমার হৃদয়ে হানিয়া ছুরি।
অলস বসিয়া হারাবনা তব অনশন করি বাঁচান দান,
আমোদে প্রমোদে কাটাবনা দিন, বাণীর সেবায় ঢালিব প্রাণ।
লইনি জননী! লইনি জীবনে, কখন তোমার করম-ভার,
মিছা মোরে তুমি ধরেছ গরভে মিছা মা! তোমার নয়ন-ধার।

খেলিবনা আর খেলিবনা কভু তোমার রকত করিয়া ব্যয়
অযথা সময় কাটাবনা আর এমন সুযোগ করিয়া ক্ষয়;
ঘুচাব তোমার এই অনশন মুছাব তোমার মলিন মুখ
তোমার আদেশ পালিয়া জননী! বেদনা ঘুচায়ে আনিব সুখ।

লইনি জননী! লইনি জীবনে, কখন তোমার করম-ভার
মিছা মোরে তুমি ধরেছ গরভে মিছা মা! তোমার নয়ন-ধার।

তোমার আশীষ মাথায় লইয়া ধরিনু কঠোর করম-পথ,
অলসতাময় এ গেহ ছাড়িয়া চলিব জননী! করিনু মত;
তোমার চরণ-ধূলির তলায় তোমার মহিমা ভাবিব নিতি
নমিব তোমায় সন্ধ্যা-সকালে গাহি মা! তোমার নামের গীতি।
হারাবনা আর হারাবনা খেলি জননী! তোমার আশার দান,
প্রণমি তোমায় প্রণমি জননী! স্বরগ আমার! আমার গান!

শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী,
প্রথম বর্ষ, 'এ' শাখা।

বিশ্ববিদ্যালয়-সুন্দরী।

(রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" স্মরণে)

সত্য বটে, নহ মাতা, নহ বধূ, নহ গো দুহিতা,
পরীক্ষক-দেবতা-দয়িতা।
বক্ষ-মাঝে সন্ধ্যা যবে আঁধারের পক্ষ মেলি' আসে,
নাহি জ্বাল আশা-দীপ, হিয়া হয় কম্পমান ত্রাসে;
ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গ করি স্ফীত বক্ষে তীব্র আঁখিপাতে,
অট্টহাস্য কর তুমি;—পরীক্ষার কটু কষাঘাতে
বজ্র পড়ে মাথে।

নরক-নৃপতি-সম নিরাতঙ্ক-চিতা,
তুমি অকুণ্ঠিতা!
অবিরাম পরীক্ষার যকযন্ত্র অন্তরে বিকশি
কে তোমারে সৃজিল রূপসী?